দশম অধ্যায়

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুৎ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসনের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন একান্তভাবে অপরিহার্য; বিদ্যুতের অবস্থান এর মধ্যে শীর্ষে, যা জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির চাকাকে সচল রাখে। বর্তমানে দেশের মোট জনসাধারণের মাত্র ৪৩ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। অপরদিকে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ১৬৫ কিলোওয়াট ঘন্টা যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। এ প্রেক্ষাপটে সরকার আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সারণি ১০.১ এ বিগত ৭ বছরে (২০০১-০৮) জিডিপি'তে বিদ্যুৎ খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হ'লঃ

সারণি-১০.১ ঃ স্থিরমূল্যে জিডিপি'তে বিদ্যুৎ খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার

অবদান	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (সাময়িক)
জিডিপি'তে বিদ্যুৎ খাতের অবদানের হার (%)	১.২৭	১.৩০	১.৩৪	১.৩৭	১.৩৮	১.৩০	১.২৮
বিদ্যুৎ খাতের প্রবৃদ্ধির হার (%)	৭.৭৮	৭.২৯	৯.১৯	৮.৫৮	৭.৪৫	১.০৮	৪.২৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও চাহিদা

চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৩৮৭২ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ১৩৯০ (আরইবিসহ) মেগাওয়াটসহ দেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫২৬২ মেগাওয়াট। সরকারি খাতের অনেকগুলো উৎপাদন ইউনিট অতি পুরাতন হওয়ায় এদের হ্রাসকৃত ক্ষমতায় চালাতে হচ্ছে; এগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও সরবরাহ ক্ষমতা কমে এসেছে। এছাড়াও গ্যাস সরবরাহে ঘাটতি থাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে; ফলে বর্তমানে লোড শেডিং অব্যাহত রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে প্রাপ্ত উৎপাদন ঘাটতির কারনে প্রকৃত চাহিদা পুরণ করা সম্ভবপর হয়নি। চলতি অর্থবছরে (ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত) সর্বোচ্চ ৪১৩০ (পিডিবি ২৮২৬ এবং আইপিপি ১৩০৪) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত) সরকারি ও বেসরকারি এবং জ্বালানি ভিত্তিতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে যথাক্রমে লেখচিত্র ১০.১ ও ১০.২ এ উপস্থাপন করা হ'ল।

লেখচিত্র ১০.১ স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা, ২০০৭-০৮ (ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত)

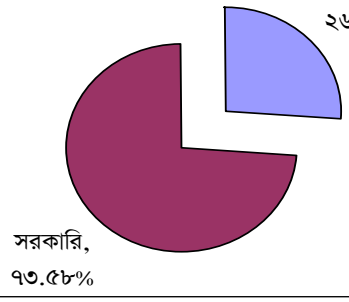

লেখচিত্র ১০.২ঃ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানি অনুযায়ি), ২০০৭-০৮ (ডিসেম্বর ০৭ পর্যন্ত)

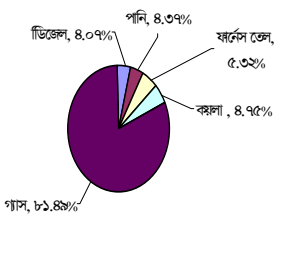

মোট = ৫২৬২ মেগাওয়াট

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার

২০০৭-০৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত সরকারি খাতে ৭,৩৭৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং বেসরকারি খাতে ৪,৯১০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ১২,২৮৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। মোট নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৬০.০৩ শতাংশ সরকারি খাতে এবং ৩৯.৯৭ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে (লেখচিত্র ১০.৩)। অপরপক্ষে, নীট উৎপাদনের ৮৫.৩৮ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ৫.৭৭ শতাংশ পানি ভিত্তিক, ৩.৫৫ শতাংশ কয়লা ভিত্তিক এবং ৫.৩০ শতাংশ তেল ভিত্তিক (লেখচিত্র ১০.৪)। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ১৬৫ কিলোওয়াট ঘণ্টা। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত) সরকারি ও বেসরকারি খাতে এবং জ্বালানী ভিত্তিতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন লেখচিত্র ১০.০৩ ও ১০.০৪ এ দেখানো হ'ল।

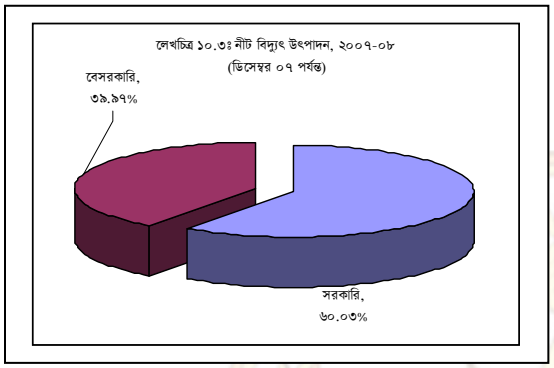

মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ ১২,২৮৩ মিঃকিঃওয়াট ঘণ্টা

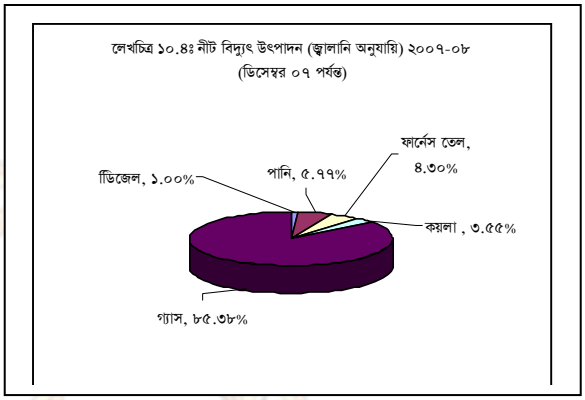

মোট নীট উৎপাদনঃ ১২,২৮৩ মিঃ কিঃ ওয়াট ঘণ্টা

গত অর্থবছরে (২০০৬-০৭) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২ শত ৬২ মিলিয়ন সিএফটি গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করেছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর '০৭ পর্যন্ত) বিউবো ৬৭ হাজার ৬৭ মিলিয়ন ঘন ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেছে। বিউবো ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর '০৭ পর্যন্ত) মোট ১১,১৫৭.১০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করেছে। এ বিক্রিত বিদ্যুতের ২৩.৫৪ শতাংশ ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা), ১১.৬৭ শতাংশ ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো), ৩৭.১১ শতাংশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (আরইবি), ৬.১২ শতাংশ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (WZPDCL) এবং ২১.৫৬ শতাংশ বিউবো এর নিজস্ব খুচরা গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে।

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও প্রাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতার জন্য গত কয়েক বছরে প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর '০৭ পর্যন্ত) স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা, নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচচ উৎপাদন সারণি ১০.২-এ দেয়া হ'লঃ

সারণি ১০.২ঃ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা, নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচচ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচচ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
১৯৯৬-৯৭	২৯০৮	২১৪৮	২১১৪
১৯৯৭-৯৮	৩০৯১	২৩২০	২১৩৬
১৯৯৮-৯৯	৩৬১১	২৮৫০	২৪৪৯
১৯৯৯-০০	৩৭১১	২৬৬৫	২৬৬৫
২০০০-০১	৪০০৫	৩০৩৩	৩০৩৩
২০০১-০২	৪২৩০	৩৩০০	৩২১৮
২০০২-০৩	৪৭১০	৩৬০০	৩৪৫৮
২০০৩-০৪	৪৭১০	৩৭০০	৩৬২২
২০০৪-০৫	৫০২৫	৩৯০০	৩৭৫১
২০০৫-০৬	৫২৭৫	৪১৫০	৩৮১২
২০০৬-০৭	৫২৬২	৪১৫০	৩৭১৮
০৭-০৮ (ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত)	৫২৬২	-	৪১৩০

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি

২০০৫ সালে প্রণীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের রেফারেন্স ফোরকাস্ট অনুযায়ী ২০০৮, ২০১২ এবং ২০১৫ সালে সর্বোচচ বিদ্যুৎ চাহিদা যথাক্রমে ৫,৫৬৯ মেগাওয়াট, ৭,৭৩২ মেগাওয়াট এবং ৯,৭৮৬ মেগাওয়াট হবে বলে আশা করা যাচেছ। যুক্তিসঙ্গত রিজার্ভ মার্জিন অর্জনসহ প্রক্ষেপিত চাহিদা নির্ভরযোগ্যতার সাথে সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার ২০১২ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আগামী ২০১২ সাল পর্যন্ত পরিকল্পিত উৎপাদন প্রকল্পগুলো সারণি-১০.৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি ১০.৩ঃ ২০১২ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িতব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	চালুর সম্ভাব্য তারিখ
	সরকারিখাতে নির্মানাধীন		
১	সিলেট (ফেঞ্চুগঞ্জ) ৯০ মেগাওয়াট (মেঃওঃ) কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)	জিটি ৩৫ জিটি ৩৫ এসটি ৩৫	ফেব্রুয়ারি/০৮ মার্চ/০৮ জুন/০৮
২	সিদ্ধিরগঞ্জ ২×১২০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ	২৪০	ডিসেম্বর/০৮
৩	শিকলবাহা ১৫০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	২০০৮-০৯
৪	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	জিটি ১০০	২০০৯-১০
৫	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	জিটি ১০০	২০০৯-১০
৬	সিদ্ধিরগঞ্জ ২× ১৫০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০০	২০০৯-১০
৭	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ	১৫০	২০০৯-১০
৮	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	২০০৯-১০
৯	খুলনা ২১০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২১০	২০১০-১১
১০	ভোলা ১৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ	১৫০	২০১০-১১
১১	সিদ্ধিরগঞ্জ ২১০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)	২১০	২০১০-১১
১২	শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২২৫	২০১০-১১
	বেসরকারি খাত		
১৩	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	২০১০-১১
১৪	হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ কম্বাইণ্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩৬০	২০১১-১২
১৫	কাপ্তাই পাওয়ার প্লান্ট বর্ধিতকরণ ৬ ও ৭ নং ইউনিট	১০০	২০১১-১২
১৬	ভেড়ামারা ৪৫০ মেঃ ওঃ কম্বাইণ্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৪৫০	২০১১-১২
১৭	বড়পুকুরিয়া ১২৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	১২৫	২০১০-১১
১৮	ঘোড়াশাল ২২৫ মেঃ ওঃ কম্বাইণ্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২২৫	২০১১-১২
১৯	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ কম্বাইণ্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৪৫০	২০১১-১২
২০	বাঘাবাড়ী ৪০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেলঃ ষ্টীম	৪০	মার্চ/০৮
২১	সিরাজগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	৪৫০	২০০৯-১০
২২	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	৪৯৫	২০১০-১১
২৩	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় পর্যায়)	৪৫০	২০১০-১১
২৪	বিবিয়ানা ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইণ্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৪৫০	২০০৯-১০
২৫	সিরাজগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইণ্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৪৫০	২০১১-১২
২৬	১০-৩০ মেঃওঃ ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২০০	২০০৮-০৯
২৭	রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট	১৬০	২০০৮-০৯
২৮	শর্ট টার্ম রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট	৩০০	২০০৭-০৮

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরিস্থিতি

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)

বিদ্যুৎ খাতে সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) গঠিত হয়েছে। পিজিসিবি ডিসেম্বর'০২ হতে সম্পূর্ণ সঞ্চালন ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ১৯৯৬ সালে পিজিসিবি গঠিত হবার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিঃ মিঃ ও ৪৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ, যা ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত সময়কালে ২৩০ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য ১৭৫২.৫ সার্কিট কিঃমিঃ এবং ১৩২ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য ৫৫৭৭.৬ সার্কিট কিঃমিঃ-এ উন্নীত হয়েছে। উক্ত কোম্পানি প্রাথমিক পর্যায়ে মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য কুমিল্লা-মেঘনাঘাট-হরিপুর ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও বিদ্যমান ঘোড়াশাল-হরিপুর ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন হতে রামপুরায় নির্গমন ও বহির্গমন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম জুন-০৩ নাগাদ সম্পন্ন করেছে। পিজিসিবি এর নিজস্ব অর্থায়নে নাটোর-রাজশাহী ১৩২ কেভি সিঙ্গেল সার্কিট লাইন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ২০০৬-০৭ সাল নাগাদ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে তথ্যাদি সারণি ১০.৪ এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণি ১০.৪ঃ পিজিসিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	ডিসেম্বর' ০৭ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	ডিসেম্বর' ০৭ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	অর্থায়নের উৎস
১	ঈশ্বরদী-বাঘাবাড়ী-সিরাজগঞ্জ-বগুড়া ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন। বাস্তবায়ন কালঃ ২০০১-০২ হতে ২০০৭-০৮	৭৭.৮৯	৬৯.২১	এডিবি, কেএফ ডব্লিউ ও সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট এবং বাংলাদেশ সরকার
২	খুলনা-ঈশ্বরদী ও বগুড়া-বড়পুকুরিয়া ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন। বাস্তবায়ন কালঃ ২০০১-০২ হতে ২০০৭-০৮	৯২.০০	৯০.০০	এডিবি, এনডিএফ, কেএফডব্লিউ, সিডা, সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট ও পিজিসিবি এবং বাংলাদেশ সরকার
৩	দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগ বৈদ্যুতিক লাইন (আশুগঞ্জ-যমুনা ব্রীজ-সিরাজগঞ্জ)। বাস্তবায়ন কালঃ ২০০২-০৩ হতে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত	১০০.০০	১০০.০০	এডিবি এবং বাংলাদেশ সরকার
৪	ন্যাশনাল লোড ডেসপাচ সেন্টার। বাস্তবায়ন কালঃ ২০০৩-০৪ হতে ২০০৭-০৮	৪৪.৮৯	৫৯.৮৬	এডিবি এবং বাংলাদেশ সরকার
৫	সান্ট কমপেনসেশান এ্যাট গ্রীড সাবষ্টেশনস বাই ক্যাপাসিটর ব্যাংকস (ফেজ-১)। বাস্তবায়ন কালঃ ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮	১৩.৫০	১০.০০	এডিবি এবং বাংলাদেশ সরকার
৬	কন্সট্রাকশন এন্ড এক্সটেনশন অব গ্রীড সাবস্টেশনস ইনক্লুডিং ট্রান্সমিশন লাইন ফেসেলিটিজ (ফেইজ-১) বাস্তবায়ন কালঃ ২০০৫-০৬ হতে ২০০৮-০৯	৩৪.০০	৩০. ২৫	এডিবি, জেবিআইসি ও বাংলাদেশ সরকার
৭	থ্রি ট্রান্সমিশন লাইন । বাস্তবায়ন কালঃ ২০০৬-০৭ হতে ২০০৯-১০	২.৭১	৫.০৯	এডিবি ও বাংলাদেশ সরকার
৮	মেঘনাঘাট-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন (ফেইজ-১)। বাস্তবায়ন কালঃ ২০০৬-০৭ হতে ২০০৮-০৯	২.১৫	০.৫০	এডিবি ও বাংলাদেশ সরকার
৯	আমিনবাজার-ওল্ড এয়ারপোর্ট ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশনস। বাস্তবায়ন কালঃ ২০০৬-০৭ হতে ২০০৯-১০	৪.০০	৪.০০	এডিবি ও বাংলাদেশ সরকার

উৎসঃ **পিজিসিবি**, বিদ্যুৎ বিভাগ

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্হাকে সুদঢ় করা এবং ভবিষ্যৎ ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে পিজিসিবি এর অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে নিম্নবর্নিত প্রকল্পসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদনের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে ।

- ❖ ট্রান্সমিশন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট থ্রো রিয়েকটিভ পাওয়ার কমপেনসেশন এ্যাট গ্রীড সাব-স্টেশন এন্ড রি-ইনফোর্সমেন্ট অব গোয়ালপাড়া সাব-স্টেশন ।
- ❖ সিদ্ধিরগঞ্জ-মানিকনগর ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন ।
- ❖ সিলেট-শাহজীবাজার-ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়া ২৩০ কেভি ডবল সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইন (ইনসুলেটেড এ্যাট ৪০০ কেভি) উইথ এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশনস ।
- ❖ ভোলা-বরিশাল ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন ।

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

বিউবো'র সিস্টেমে ৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি বিদ্যুৎ বিতরন করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে মোট ৩৫,৯৬২ কিলোমিটার বিতরণ লাইন ছিল, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৪৭,৪৭৯ কিলোমিটারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহক সংখ্যা ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ১১,৫৬,৬৭২ হতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ১৬,৪৮,৪১১ এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিসেম্বর ২০০৭ এ বিউবো এর গ্রাহক সংখ্যা ১৭,১৯,৪৪২।

সিস্টেম লস ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিল

বিউবো'র সিস্টেম লস (নীট উৎপাদনের ওপর) ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত) ৭.১৫ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছর (৭.৮৬%) হতে ০.৭১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নিকট বিউবো'র বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনার পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৯৮২.১০ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর (ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত) পর্যন্ত সিস্টেম লস, বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনা ও দায়-দেনার পরিমাণ সারণি ১০.৫ -এ দেয়া হ'লঃ

সারণি ১০.৫ঃ বিউবোর সিস্টেম লস ও বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনা ও দেনার পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর / মাস	সিস্টেম লস (নীট উৎপাদনের উপর শতকরা হার)	বিতরণ লস (বাল্ক গ্রাহক ব্যতীত শতকরা হার)	পাওনার পরিমাণ	দায়-দেনার পরিমাণ
১৯৯৫-৯৬	১৭.০	২৯.০৯	১১০০.৮২	-
১৯৯৬-৯৭	১৬.০	২৮.২৮	১৩৪৮.২৩	-
১৯৯৭-৯৮	১৬.৫	২৯.৮২	১৭২৯.৮১	-
১৯৯৮-৯৯	১৬.৮	৩০.৫৬	২৪৬৪.৫৩	-
১৯৯৯-০০	১৫.৪	২৭.৭৩	২৭৮৯.২২	০১-০৭-৯১ থেকে ৩১-০৬-২০০০ পর্যন্ত ৪২৭৫.৪৩
২০০০-০১	১৩.৮৫	২৬.১১	৩৩৫৪.৯৯	৪৯০৫.৬৪
২০০১-০২	১২.৬২	২৪.৫০	৩৬৭১.৭৪	৫৬৪৭.৭৩
২০০২-০৩	১১.৩৫	২২.৩৫	৩৯৯৩.৮০	৪৭৭৮.২৯
২০০৩-০৪	১০.১৬	২১.৩৩	৪৩৬৮.১০	৫১৭৭.৯২
২০০৪-০৫	৯.২৯	২০.০	৪৩৯৭.৭১	৫৪৬০.২২
২০০৫-০৬	৭.৮৬	১৯.০৬	৪৫০০.৯৪	৬৩১৯.৯১
২০০৬-০৭	৭.০৩	১৬.৫৮	৩৯৮২.১০	-
২০০৭-০৮ (ডিসেম্বর/০৭ পর্যন্ত)	৭.১৫	১৪.৯২	৩৯১৯.১০	-

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ।

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা)

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাসহ বৃহত্তর ঢাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে তদানীন্তন ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হতে আলাদা করে সংসদীয় আইন বলে ১৯৯০ সনের ৬ মার্চ তারিখে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি" (ডেসা) সৃষ্টি করা হয়। ডেসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে যেখানে ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহের সিস্টেম লস ছিল ৩৮.২৬ শতাংশ, সেখানে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে (ডিসেম্বর/০৭ পর্যন্ত) গড় সিস্টেম লস হ্রাস পেয়ে ১৯.২৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ডেসা সৃষ্টি লগ্নে গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৪,২৬,৮৭৮। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৩২,৪৮২ 'তে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্যুৎ ক্রয়, রাজস্ব আদায় ও সিস্টেম লস

ডেসা প্রতিষ্ঠার প্রথম অর্থবছরে (১৯৯১-৯২) বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২২৬০ মিঃকিঃওঃঘঃ। ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর/০৭ পর্যন্ত) ২৬২৬.৭৬২ মিঃকিঃওঃঘঃ তে দাঁড়ায়। ১৯৯১-৯২ হতে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ ক্রয়, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এবং ডেসা সৃষ্টির পরবর্তী বছরসমূহের সিস্টেম লসের তথ্য সারণি-১০.৬-এ দেখানো হল ঃ

সারণি ১০.৬ঃ বছর ভিত্তিক ডেসার বিদ্যুৎ ক্রয়, রাজস্ব আদায় ও সিস্টেম লসের পরিমাণ

অর্থ বছর	মোট বিদ্যুৎ ক্রয় (মিঃকিঃওঃঘঃ)	রাজস্ব আদায় (কোটি টাকা)	সিষ্টেম লস (%)
১৯৯১-৯২ (৯ মাস)	২২৫৯.৮৮৫	৩২০.০৮	৩৫.৫৫
১৯৯২-৯৩	৩৩৫৬.৩৯০	৪৬৭.০৩	৩১.২০
১৯৯৩-৯৪	৩৬৯৬.৩৫৭	৪৭৪.১৬	৩১.৩৩
১৯৯৪-৯৫	৪১৬২.৩৯৬	৫৮৪.০৯	৩০.০০
১৯৯৫-৯৬	৪৫৫০.৮৫১	৫৯৯.৭৯	২৯.৪৭
১৯৯৬-৯৭	৪৯৩৫.৫৩২	৭০৮.৩৬	২৭.২৯
১৯৯৭-৯৮	৫৪১৮.৯৪১	৭৯৩.৪৮	২৭.৮৯
১৯৯৮-৯৯	৫৯৪৬.৬৩৫	৮০৯.৬৩	২৪.৮৪
১৯৯৯-০০	৬৫০৪.০৪৭	১০০০.৭৩	২৫.৭২
২০০০-০১	৭২৪০.৪৫৬	১৪১.১৫	২৫.৬৮
২০০১-০২	৭৮৩৩.১৯১	১৪১৩.৮০	২৫.০৫
২০০২-০৩	৮৩০৬.১৭৯	১৫৯১.৮৬	২৩.০৫
২০০৩-০৪	৬১৪৪.৯৩২	১৫১৪.৯৬	২৬.২১ *
২০০৪-০৫	৫০৪৪.৭৯৭	১২৫৩.০৩	২১.৯৪
২০০৫-০৬	৫৩০০.৯৭১	১৩৬৯.৮২	২০.১৩
২০০৬-০৭	৫২৪২.৫৭৭	১৭৩১.২৭	২০.৬৮
২০০৭-০৮ (ডিসেম্বর/০৭ পর্যন্ত)	২৬২৬.৭৬২	৭৯১.০৪	১৯.৪২

উৎসঃ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা), বিদ্যুৎ বিভাগ।

* পিডিবি কর্তৃক ডেসকো ও আরইবি'কে সরাসরি বিল করা হচ্ছে। যাতে পূর্বে ডেসার উক্ত ক্ষেত্রে সিস্টেম লস ছিল শূন্য। তাই ২০০৩-০৪ অর্থবছরে সিষ্টেম লস সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আদায়যোগ্য পাওনা ও দেনা

ডেসা প্রতি মাসে যে পরিমাণ বিল করে তার প্রায় ৯০ শতাংশ আদায় করে থাকে। ডেসার সৃষ্টি লগ্ন হতে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত আদায়যোগ্য পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০১.৭১ কোটি টাকা। ডেসার আদায়যোগ্য পাওনা এবং দেনার বছরওয়ারি হিসাব সারণি-১০.৭ এ প্রদান করা হ'লঃ

সারণি ১০.৭ ঃ ডেসার আদায়যোগ্য পাওনা এবং দেনার বছরওয়ারি হিসাব

(হিসাব কোটি টাকায়)

মাস/বছর	পাওনা	দায়-দেনা
অক্টোবর ১৯৯১	২১৩.১০	১০৭.১৮
জুন ১৯৯২	২৩৭.৯০	২০০.১৮
জুন ১৯৯৩	৩০০.১০	২৮৮.৫৯
জুন ১৯৯৪	৪২৯.২০	৪৬৬.০০
জুন ১৯৯৫	৫০৮.৬০	৬৫৮.০৭
জুন ১৯৯৬	৬২৬.২০	৮১২.৭৮
জুন ১৯৯৭	৭৯২.৮০	১০২২.৩৩
জুন ১৯৯৮	৯৯৮.১০	১৪৬৩.২৬
জুন ১৯৯৯	১২৪৪.১৯	২১২০.৫১
জুন ২০০০	১৩৯৬.৫১	২৬১৬.২১
জুন ২০০১	১৪৮০.৭৩	৩০৫৮.৩০
জুন ২০০২	১৫৪০.১৪	৩৪৩০.৩৩
জুন ২০০৩	১৬৯৯.২৬	২৯২৩.২০
জুন ২০০৪	১৫৯২.৪৬	৩০৮৬.৪৯
জুন ২০০৫	৬৮৯.৩১	৩০১৯.৯৮
জুন ২০০৬	৮০৯.৮৯	৩০৮৬.৪৭
জুন/২০০৭	৫০২.২০	২৭৫৭.৮৬
ডিসেম্বর/০৭	৫০১.৭১	২৭০২.৯৫

উৎসঃ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা), বিদ্যুৎ বিভাগ

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)

ডেসকো বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, বিদ্যুৎ চুরি রোধ ও সিস্টেম লস কমানোর জন্য বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে মনিটরিং সেল ও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও মামলা দায়ের উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে: পরিচালনা কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ, এক অবস্থানের সেবা দান কার্যক্রম, ইলেকট্রনিক বিল প্রদান ব্যবস্থা, স্পট মিটারিং এবং মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা। বিগত অর্থবছরে কারিগরি ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

প্রিপেইড মিটারিং ব্যবস্থা

গ্রাহক সেবা সহজতর করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান, গ্রাহকদের উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সর্বাধিক সুবিধা সম্পন্ন প্রি-পেইড মিটারিং ব্যবস্থা চালুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রিপেইড মিটার ডেসকোর অগ্রীম রাজস্ব আদায় এবং সিস্টেম লস হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গত অর্থবছরে (২০০৬-০৭) ডেসকোর আওতাধীন উত্তরার ৪,৬ এবং ৮ নং সেক্টরে প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও উত্তরায় আরও ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) Single phase এবং ১০০০ (এক হাজার) three phase প্রিপেইড মিটার স্থাপন করেছে। উপরন্তু বিআরটিসি, বুয়েটের কারিগরি সহায়তায় ডেসকো মিরপুরে প্রিপেইড মিটার Manufacturing Unit স্থাপন করেছে।

বিলিং কালেকশন ও সিস্টেম লস কমানো

কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী রাখার লক্ষ্যে গত অর্থবছরে (২০০৬-০৭) ৭২২ কোটি টাকা বিক্রয়ের বিপরীতে ৭৭০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। বিলিং কালেকশন রেশিও ৯৯.০ শতাংশ থেকে ১০৪.৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সিআই রেশিও ৮৩.০৬ শতাংশ থেকে ৯০.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। গত অর্থবছরে ডেসকো সিস্টেম লস ১৬.২০ শতাংশ থেকে ১৩.৪৪

শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। চলতি অর্থবছরে (ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত) এই সিস্টেম লস এর পরিমান ১২.৫ শতাংশে নামানো সম্ভব হয়েছে।

শেয়ার অফলোডিং

পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ও ভাল সিকিউরিটিজ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডেসকোর পরিশোধিত মূলধনের ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩১,৭৭,৯৮৫ টি শেয়ার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (DSE) ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (CSE) এর মাধ্যমে ডাইরেক্ট লিস্টিং রেগুলেশন, ২০০৬ এর আওতায় পুঁজিবাজারে ছাড়া হয়েছে। রেগুলেশন অনুযায়ী বিক্রয় শুরুর ১ (এক) বছরের মধ্যে অফলোডকৃত শেয়ার বিক্রয়ের বাধ্যবাধকতা থাকলেও উল্লিখিত শেয়ারসমূহ এক মাসের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়।

দায়দেনা

দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম দিকনির্দেশক হচ্ছে দায়দেনা ধারাবাহিকভাবে কমিয়ে আনা। ডেসকো দায়দেনা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রাপ্ত রিপোর্ট যথাযথ বিশ্লেষনপূর্বক গত অর্থবছরে (২০০৬-০৭) সংস্থার দায়দেনার পরিমান ৩৬ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে কমিয়ে এনেছে।

বাণিজ্যিক ও কারিগরি কার্যক্রম

ডেসকোর বাণিজ্যিক ও কারিগরি কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নের সারনিতে দেখানো হলো।

সারণি ১০.৮ ঃ ডেসকোর বাণিজ্যিক ও কারিগরি কার্যক্রমসমূহের পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (ডিসেম্বর/০৭ পর্যন্ত)	হ্রাস/বৃদ্ধি (৬-২)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাণিজ্যিক **কার্যক্রম**							
বিদ্যুৎ আমদানি (মিলিয়ন কিঃওঃঘঃ)	৮৫৫.৭৯	১৭৩৯.৮৭	১৮৪২.৮৯	২০২৩.২২	২১৯১.৪৬	১৩০১.৯৭	(+) ১৩৩৫.৬৭
বিদ্যুৎ আমদানি (মিলিয়ন টাকা)	১৮৫০.৪৪	৩৭৭৫.৫২	৩৯৯৯.০৭	৪৩৯০.৩৯	৪৯৪৬.৩৬	৩১১১.৭০	(+) ৩০৯৫.৯২
বিদ্যুৎ বিক্রয় (মিলিয়ন কিঃওঃঘঃ)	৬৭৫.৫৭	১৪০৫.০৩	১৫৩৬.৩১	১৬৯৫.৫৫	১৮৯৭.০০	১১৬১.৩৮	(+) ১২২১.৪৩
বিদ্যুৎ বিক্রয় (মিলিয়ন টাকা)	২২১৬.৭৫	৪৯০২.৩২	৫৪২৮.০৮	৬২৮০.০৬	৭২১৯.৫৮	৪৬৪২.৩১	(+) ৫০০২.৮৩
সিস্টেম লস (%)	২১.০৬	১৯.২৪	১৬.৬৪	১৬.২০	১৩.৪৪	১০.৮০	(-) ৭.৬২
বিল কালেকশন রেশিও (%)	৭৪.১০	৮৭.৮৩	৯৭.০৭	৯৯. ১১	১০৪.৪০	৯৯.৮৪	(+) ৩০.৩০
সি আই রেশিও (%)	৫৮.৫০	৭০.৯৩	৮০.৯২	৮৩. ০৬	৯০.৩৭	৮৯.০৬	(+) ৩১.৮৭
গ্রাহক সংখ্যা	২,০৫,৮০৩	২,৪১,৯৬৪	২,৫৯,৫৮০	২,৮১,৯৬০	৩,৪৭৬১৪	৩,৬৩,০৯৬	(+)১৪১৮১১
কারিগরি কার্যক্রম							
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা	১৩	১৩	১৩	১৬	১৯	১৯	(+) ৬
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের স্থাপিত ক্ষমতা	৪২৫/৫৯৩	৪২৫/৫৯৩	৪৩০/৬০২	৬২০/৮৬৮	৬৮০/৯৫২	৬৮০/৯৫২	(+) ২৫৫/৩৫৯
সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)	৩১৫.২৪	৩৫১.৮২	৩৭৭.২৫	৩৯৭.৬০	৪৫১	৪৫১	(+) ১৩৫.৭৬
৩৩ কেভি ওভার হেড লাইন (কিঃমিঃ)	৭৩.৭০	৭৬.৭০	৭৬.৭০	৭৬.৭০	৮২.৮০	৮২.৮০	(+) ৯.১
৩৩ কেভি আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন (কিঃমিঃ)	৭০.৩০	১২৫.৩০	১৪২.৮০	১৪৩.৮০	১৮২.২০	১৮২.২০	(+) ১১১.৯
১১ কেভি ওভার হেড লাইন (কিঃমিঃ)	৫৩৬	৫৫২	৬০০	৭২০	৮৬০.৪০	৮৮৪.০০	(+) ৩২৪.৪
১১ কেভি আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন (কিঃমিঃ)	২০৫	২০৫	২৩৮	২৬২	৩১৪.৩৫	৩১৭.১০	(+)১০৯.৩৫
বিতরণ ট্রান্সফরমার (সংখ্যা)	৩৩৬৯	৩৫৯৪	৩৭৮৫	৪১০৬	৪৭৭০	৪৭৭০	+১৪০১
এলটি লাইন (কিঃমিঃ)	৯৯১	১০৩০	১১০৫	১২৫০	১৪৭৩.২৫	১৫২১.০০	+৪৮২.২৫
পাওয়ার ফ্যাক্টর (%)	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	০০

উৎসঃ ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)

ডেসকোর কারিগরী কার্যক্রমসমূহ

২০০৬-০৭ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত উল্লেখযোগ্য কারিগরি কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

- কল্যাণপুর-৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ৪০/৫৬ এমভিএ থেকে ৫০/৭০ এমভিএ তে উন্নীত করা হয়েছে।
- ডেসকো'র নিজস্ব অর্থায়নে বিতরণ ব্যবস্থায় ৩৮.৪ কিলোমিটার ৩৩ কেভি U/G Line, ১৩৫.৪ কিলোমিটার ১১ কেভি O/H Line, ৫২.৩৫ কিলোমিটার ১১ কেভি U/G Line এবং ৯৮ কিলোমিটার LV Line স্থাপন ছাড়াও ২১০ টি ৩-ফেজ ২০০ কেভিএ বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হয়েছে।
- টঙ্গী পৌরসভার অধীন ৩৮ হাজার গ্রাহক সম্বলিত ৩৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা এবং সর্বমোট ৬০/৮৪ এমভিএ ক্ষমতা বিশিষ্ট ০৩ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ডেসার নিকট থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- IICT, BUET–এর কারিগরী সহায়তায় প্রি-পেইড মিটার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এটি ডেসকো'র নিজস্ব চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ডিজাইন করা হয়েছে এবং এটিকে ধাপে ধাপে বার্ষিক ৫০ হাজার মিটার উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্ধিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তার সূচনা লগ্ন (১৯৭৭) থেকেই পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচিতে সাফল্য অর্জন করে আসছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে জানুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত ৪৬,৭৬৯টি গ্রামে ২,১২,৯১৫ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৬৩,০৩,১৯৭টি আবাসিক, ২,১২,৩৮৫টি সেচ, ৭,৭৪,৩৮৪টি বাণিজ্যিক, ১,২১,৬৪৩টি শিল্প ও ১৪,২৩৮টি অন্যান্য সংযোগসহ সর্বমোট ৭৪,২৫,৮৪৭ টি সংযোগ দিয়েছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন ১২টি প্রকল্পের (১০টি বিনিয়োগ ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) বিপরীতে মোট ১২০৫৯১.০০ লক্ষ (স্থানীয় মুদ্রা ৪৯৩৪৭.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭১২৪৪.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গ্রীড লাইন হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয় এমন প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে ২২০০০টি আবাসিক সংযোগ প্রদানের জন্য ২টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং এর অধীনে ইতোমধ্যে ৮১৮৫ টি আবাসিক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড পিডিবি'র নিকট থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে তা' গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করে। নিম্নের সারণি ১০.৯ এ ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জানুয়ারি/০৮ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক ক্রীত এবং গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণকৃত বিদ্যুতের পরিসংখ্যান দেখানো হ'লঃ

সারণি - ১০.৯ ঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পরিসংখ্যান

মাস/বছর ২০০৭-০৮	বিদ্যুৎ আমদানি (ক্রয়) মেঃওঃ ঘন্টা	বিদ্যুৎ রপ্তানি (বিক্রয়/ব্যবহার) মেঃওঃঘঃ						৭০টি পবিস এর গড় সিস্টেম লস (%)
		আবাসিক	শিল্প	বানিজ্যিক	কৃষি	অন্যান্য	মোট	
জুলাই' ০৭	৭৬৮৫৫৪	৩৩৯৬৮১	২৫৪৯৯৫	৪৯২৭৭	৯৭৩৫	১২৩২	৬৫৪৯২০	১২.২০
আগষ্ট' ০৭	৭৯৬৭৭৬	৩৬০৯৫২	২৫৫১২৬	৫২৬৫৪	৯৫৭১	১২৯১	৬৭৯৫৯৪	১২.৩৫
সেপ্টেঃ' ০৭	৮০২৮০২	৩৯৫৫৮৫	২৫১০৩০	৫৩৯০৬	৭৯৩৩	১২২৭	৭০৯৬৮১	১২.৪৪
অক্টোঃ' ০৭	৭৪৩৫৫৮	৩৯২৮৩৮	২১২২৪৬	৫৬০৯০	৯৬২১	১২২১	৬৭২০১৬	১১.৯৭
নভেঃ' ০৭	৬২৯১৬০	৩১৫৮৪৮	২১৯১৬১	৪৮১৬৩	১৩৮১০	১১৭০	৫৯৮১৫২	১১.৭৩
ডিসেঃ' ০৭	৬৬০৫১৭	২৬৫৯৮২	২৩৩৫৬৫	৪৪৬৮৯	১৫৬৫৩	১১২৬	৫৬১০১৫	১১.৮৩
জানুয়ারি/ ০৮	৭৬৭৬৭৪	৩০১৭৪০	২৪১৬১১	৪৮৮৯০	১০৩৭৯৬	১১৪৩	৬৯৭১৮০	১১.৮০

উৎসঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিউবো এর নিকট থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করার ফলে বিউবো'র নিকট পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের যে দেনা এবং গ্রাহকদের নিকট বিক্রয়ের ফলে যে পাওনা রয়েছে তার পরিসংখ্যান সারণি ১০.১০ -এ দেখানো হ'লঃ

সারণি -১০.১০ ঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর দেনা-পাওনার পরিসংখ্যান

অর্থবছর	আদায়যোগ্য পাওনা (আদায়যোগ্য মাস)	পাওনা (কোটি টাকা)	বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ দেনা (১২ মাসের গড়) (কোটি টাকা)
১৯৯৪-৯৫	২.১৪	৫০.৩৬	০.৬৯
১৯৯৫-৯৬	২.১০	৫৫.৬৮	০.৭২
১৯৯৬-৯৭	২.৪৯	৭৪.২৬	০.৭১
১৯৯৭-৯৮	২.৪৬	৯১.২৫	১.৪৭
১৯৯৮-৯৯	২.৪৯	১২৭.১৪	৩.৫৭
১৯৯৯-০০	২.৩০	১৪৯.৩৩	১৪.৮৫
২০০০-০১	২.২৩	১৮৬.৪১	৫৫.০৪
২০০১-০২	২.২১	২৩৫.০০	৪২.৭৫
২০০২-০৩	১.৯২	২৬৮.৭২	৪২.৩৪
২০০৩-০৪	১.৮১	৩০২.২২	৩২.৪৬
২০০৪-০৫	১.৮৫	৩৪৪.৬৬	৯.০২
২০০৫-০৬	২.০০	৪২৮.৮৯	১২.৮৯
২০০৬-০৭	১.৭২	৩৭৪.৩২	১২.৬৪
২০০৭-০৮ (ডিসেম্বর/০৭)	১.৮৭	৪২৫.৯৯	১৩.২০

উৎসঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বক্স নং ১০.১ঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি ও সার্বিক দক্ষতা উন্নয়নে গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি

দেশের বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই কতিপয় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। অদ্যবধি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নরূপঃ

- আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানীতে (APSE) রূপান্তও করা হয়েছে।
- সিদ্ধিরগঞ্জে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর পরিচালনার জন্য ইলেকট্রিসিটি জেনারেটিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) গঠন করা হয়েছে।
- ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী (ডেসকো) গঠন করা হয়। পিজিসিবি ডিসেম্বর/০২ হতে সম্পূর্ণ সঞ্চালন ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।
- বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী WZPDC গঠিত হয়েছে।
- উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (NWZPDC) চালুকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- দক্ষিণাঞ্চল (চট্টগ্রাম) ও কেন্দ্রীয়াঞ্চল (ময়মনসিংহ) -এর বিতরণ ব্যবস্থাকে কোম্পানীতে রূপান্তরের জন্য (সুপারিশ প্রণয়ন এর) জন্য বিদেশী পরামর্শকগণ কাজ করছেন।
- আধুনিক ব্যবস্থাপনার আলোকে হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে SBU (Strategic Business Unit) -এ রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এর সাফল্য সন্তোষজনক হওয়ায় বাঘাবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রকেও SBU-তে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকল্পে আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনসহ বিতরণ সার্কেলসমূহকে স্ট্রাটেজিক বিজনেস ইউনিট (SBU)-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে।
- সকল বিতরণ ইউনিটকে কম্পিউটারাইজড বিলিং সিস্টেমের আওতায় আনার কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে।
- ১৯৯৪ সনের কোম্পানী এক্টের আওতায় বিউবোকে হোল্ডিং কোম্পানীতে রূপান্তরের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদেশী পরামর্শকগণ ইতোমধ্যেই ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট উপস্থাপন করেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকার বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে ms¯‹vi রের পাশাপাশি পাওয়ার সিস্টেম এর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০২০ সালের মধ্যে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৬,৬৪৩ মেঃওঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এ সময় সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের পরিমান দাঁড়াবে যথাক্রমে ১২,০০০ ও ৪,৭৭,৫৫৮ কিঃমিঃ। আগামী ২০২০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উন্নয়নে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি বিবরণ নীচে তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি ১০.১১ঃ বিদ্যুৎ উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর ২০০৬ (প্রকৃত)	অর্থবছর ২০০৯	অর্থবছর ২০১২	অর্থবছর ২০২০
১।	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃ ওঃ)(নীট)	৪,৫৮২	৬,০০০	৯,৪৪৯	১৬,৬৪৩
২।	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৩,৮১২ (প্রকৃত উৎপাদন)	৬,০৬৬	৭,৭৩২	১৩,৯৯৩
৩।	নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন (মিঃ কিঃ ওঃ ঘঃ)	২২,৯৭৮	৩১,০২৮	৩৯,৬৪৭	৭২,২২২
৪।	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃ মিঃ)	৬,৮০৬	৯,০৭৭	৯,৬৫৩	১২,০০০
৫।	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ) (ক) ৪০০ কেভি ও ২৩০ কেভি (খ) ১৩২ কেভি	 ৪,৫০০ ৬,৫৭২	 ৬,৮৫০ ১০,৯৯০	 ১২,৯১০ ১৩,৯৯০	 ১৯,০৭৫ ২৭,৩৬৭
৬।	বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ)	২,৬৪,৮৯১	৩,১৪,০০০	৩,৪৫,৫৩০	৪,৭৭,৫৫৮
৭।	গ্রাহক সংখ্যা (লক্ষ)	৯৭.৩৬	১০৬.০০	১২৭.৫৫	২০৭.৬৭
৮।	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৪৯,৪৩৫	৫৯,০০০	৬৯,৫৭১	৮৪,০০০
৯।	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘঃ)	১৬৫	২০০	২৬০	৪৫০
১০।	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভূক্ত জনসংখ্যা (%)	৪২	৫২	৬৫	১০০

Drm t evsjv‡`k we`¨r Dbqb †eW

জ্বালানি

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ পূরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৩টি এবং এ সকল গ্যাস ক্ষেত্রে প্রমানিত ও সম্ভাব্য উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২০.৬৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, তন্মধ্যে ডিসেম্বর/০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৭.৪০৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে ডিসেম্বর/০৭ এ উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের (অবশিষ্ট) পরিমাণ ১৩.২২৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.১২ এ দেশের মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হ'লঃ

সারণি ১০.১২ঃ দেশের মোট গ্যাস মজুদ এবং ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন

(বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাস ক্ষেত্র	উত্তোলনযোগ্য মজুদ (প্রমাণিত ও সম্ভাব্য)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন (ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত) (সাময়িক)	অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ (প্রমাণিত ও সম্ভাব্য)
উৎপাদনরতঃ			
১. বাখরাবাদ	১,০৪৯.০০	৬৭৪.৩৭	**৩৭৪.৬৩**
২. হবিগঞ্জ	৩,৮৫২.৩০	১,৪৮৬.৪৬	**২৩৬৫.৮৪**
৩. কৈলাশটিলা	১,৯০৩.৩০	৪১৫.২৩	**১৪৮৮.০৭**
৪. রশিদপুর	১,৪০১.২০	৪২০.৭৫	**৯৮০.৪৫**
৫. সিলেট	৪৭৮.৭০	১৮৬.৯৬	**২৯১.৭৪**
৬. তিতাস	৫,১২৭.৫০	২,৭৭৯.৪৪	**২৩৪৮.০৬**
৭. নরসিংদী	২১৫.১০	৮০.৩৮	**১৩৪.৭২**
৮. মেঘনা	১১৯.৬০	৩৫.৮৪	**৮৩.৭৬**
৯. সাঙ্গু	৮৪৮.৫০	৪২৮.৯৩	**৪১৯.৫৭**
১০. সালদানদী	১১৬.১০	৫২.৯৭	**৬৩.১৩**
১১. জালালাবাদ	৮৩৬.৫০	৪২৩.১৪	**৪১৩.৩৬**
১২. বিয়ানীবাজার	১৭০.২০	৪৯.৬৬	**১২০.৫৪**
১৩. ফেঞ্চুগঞ্জ	২৮২.৮০	৪৭.০০	**২৩৫.৮০**
১৪. মৌলভীবাজার	৩৫৯.৬০	৯৯.২৮	**২৬০.৩২**
১৫. ফেনী	১৩০.০০	৫৯.৪৪	**৭০.১৬**
১৬. বিবিয়ানা	২,৪০০.৮০	৮৬.৩৩	**২৩১৪.৪৭**
১৭. বাঙ্গুরা	১২২.৪০	৩৪.৫৯	**৮১.৬০**
উৎপাদনে যায়নিঃ			
১৮. বেগমগঞ্জ	৩২.৭০	০.০০	৩২.৭
১৯. কুতুবদিয়া *	৪৫.৫০	০.০০	৪৫.৫
২০. সেমুতাং	১৫০.৩০	০.০০	১৫০.৩
২১. শাহবাজপুর	৪৬৫.৬০	০.০০	৪৬৫.৬
স্থগিতঃ			
২২. ছাতক	৪৭৩.৯০	২৬.৪৬	৪৪৭.৪
২৩. কামতা	৫০.৩০	২১.১	২৯.২
মোট	**২০৬৩১.৯০**	**৭,৪০৮.৩৫**	**১৩২২৩.১৪৯**

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

* অফশোর ক্ষেত্র

বর্তমানে দেশে ১৭টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৭৯টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এ ১৭টি গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছেঃ তিতাস (১৪টি কূপ), বাখরাবাদ (৪টি কূপ), হবিগঞ্জ (৯টি কূপ), রশিদপুর (৫টি কূপ), কৈলাশটিলা (৬টি কূপ), সিলেট (২টি কূপ), নরসিংদী (২টি কূপ), মেঘনা (১টি কূপ), সালদানদী (২টি কূপ), সাঙ্গু (৬টি কূপ), জালালাবাদ (৪টি কূপ), মৌলভীবাজার(৪টি কূপ), বিয়ানীবাজার (২টি কূপ), ফেঞ্চুগঞ্জ (১টি কুপ), ফেনী (৩টি কুপ), বাঙ্গুরা (২টি কুপ) এবং বিবিয়ানা (১২টি কূপ)। ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫২৬.৭২ বিলিয়ন ঘনফুট, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ৫৬২.২২ বিলিয়ন ঘনফুট, অর্থাৎ ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে গ্যাস উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭৪ শতাংশ। বৎসরওয়ারী এবং খাতওয়ারী গ্যাসের ব্যবহার ও চাহিদা যথাক্রমে সারণি ১০.১৩ ও ১০.১৪ তে দেখানো হ'ল।

সারণি-১০.১৩ঃ খাতওয়ারি বছর ভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার (১৯৯১-২০০৭)

(বিলিয়ন ঘনফুট)

অর্থবছর	গ্যাস উৎপাদন	বিক্রয়									মোট বিক্রয়
		বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালী	সিএনজি	
১৯৯০-৯১	১৭২.৮৪	৮২.৬০		৫৪.২০	১৩.২০	০.৭০	০.০০	২.৯০	১০.৫০	০	১৬৪.১০
১৯৯১-৯২	১৮৮.৪৮	৮৮.১০		৬১.৬০	১৩.৪০	০.৭০	০.২০	২.৯০	১১.৬০	০	১৭৮.৫০
১৯৯২-৯৩	২১০.৯৮	৯৩.৩০		৬৯.২০	১৫.২০	০.৭০	০.২০	২.৪০	১৩.৫০	০	১৯৪.৫০
১৯৯৩-৯৪	২২৩.৭৬	৯৭.৩০		৭৪.৫০	২০.২৬	০.৭০	১.১০	২.৮৭	১৫.৪০	০	২১২.১৩
১৯৯৪-৯৫	২৪৭.৩৮	১০৭.৪০		৮০.৫০	২৪.২৪	০.৬০	১.১০	২.৮৮	১৮.৮৬	০	২৩৫.৫৮
১৯৯৫-৯৬	৩৬৫.৫১	১১০.৯০		৯০.৯৮	২৭.৩১	০.৭২	০.৯৯	৩.০০	২০.৭১	০	২৫৪.৬১
১৯৯৬-৯৭	২৬০.৯৯	১১০.৮২		৭৭.৮৩	২৮.৬২	০.৭১	০.৪৮	৪.৪৯	২২.৮৪	০	২৪৫.৭৯
১৯৯৭-৯৮	২৮২.০২	১২৩.৫৫		৮০.০৭	৩২.৩২	০.৭৪	০.৩৯	৪.৬১	২৪.৮৯	০	২৬৬.৫৭
১৯৯৮-৯৯	৩০৭.৪৮	১৪০.৮২		৮২.৭১	৩৫.৭৯	০.৭১	০.৩৫	৪.৭১	২৭.০২	০	২৯২.১১
১৯৯৯-০০	৩৩২.৩৫	১৪৭.৬২		৮৩.৩১	৪১.৫২	০.৬৪	০.৩৫	৩.৮৫	২৯.৫৬	০	৩০৬.৮৫
২০০০-০১	৩৭২.১৬	১৭৫.২৭		৮৮.৪৩	৪৭.৯৯	০.৬৫	০.৪৪	৪.০৬	৩১.৮৫	০	৩৪৮.৬৯
২০০১-০২	৩৯১.৫৩	১৯০.০৩		৭৮.৭৮	৫৩.৫৬	০.৭২	০.৫৩	৪.২৫	৩৬.৭৪	০	৩৬৪.৬১
২০০২-০৩	৪২১.১৬	১৯০.৫৪		৯৫.৮৯	৬৩.৭৬	০.৭৪	০.৫২	৪.৫৬	৪৪.৮০	০.২৩	৪০১.০৪
২০০৩-০৪	৪৫৪.৫৯	১৯৯.৪০	৩২.০৩	৯২.৮০	৪৬.৪৯	০.৮২	০.১২	৪.৮৩	৪৯.২২	১.৯৪	৪২৭.৬৫
২০০৪-০৫	৪৮৬.৭৫	২১১.০২	৩৭.৮৭	৯৩.৯৭	৫১.৬৮	০.৮০	০.০	৪.৮৫	৫২.৪৯	৩.৬২	৪৫৬.৩০
২০০৫-০৬	৫২৬.৭২	২২২.৭২	৪৯.০২	৮৮.৫৮	৬৩.৪৪	০.৭৬	০.০	৫.২৪	৫৭.১৩	৬.৭১	৪৯৩.৬১
২০০৬-০৭	৫৬২.২২	২২১.১০	৬২.৫১	৯৩.৪৭	৭৭.৪৮	০.৭৫	০.০	৫.৬৬	৬৩.২৫	১১.৯৯	৫৩৬.২১

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সারণি ১০.১৪ঃ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা (২০০৬-১১)

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাত	২০০৬-০৭ (প্রকৃত)	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
বিদ্যুৎ	২২১.১০	২৩৮.৫০	২৫৭.৬০	২৭৮.২০	৩০০.৫০
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৬২.৫১	৮০.০০	১০২.৪০	১২০.৯০	১৪২.৬০
সার	৯৩.৪৭	৯৪.০০	৯৪.০০	৯৪.০০	৯৪.০০
শিল্প	৭৭.৪৮	৯৩.০০	১১১.৬০	১৩৩.৯০	১৬০.৭০
বাণিজ্যিক	৫.৬৬	৬.০০	৬.৪০	৬.৮০	৭.৩০
ইটখোলা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গৃহস্থালী	৬৩.২৫	৭০.৮০	৭৯.৩০	৮৮.৯০	৯৯.৫০
চা বাগান	০.৭৫	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
সিএনজি	১১.৯৯	২০.৪০	৩৪.৭০	৫৮.৯০	৮৮.৪০
সিষ্টেম লস*	২৬.০১	২১.১০	২০.০০	১৯.০০	১৮.০০
মোট	৫৬২.২২	৬২৪.৯০	৭০৭.০০	৮০১.০০	৯১১.৯০

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

*নিজস্ব ব্যবহারসহ

নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে আকর্ষণীয় শর্তে উৎপাদন বন্টন চুক্তির আওতায় বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানীর পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত ১২টি ব্লকের জন্য ১০টি উৎপাদন বন্টন চুক্তি (psc) স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে দুটি চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে যে ১০টি ব্লকের জন্য ৮টি চুক্তি বহাল রয়েছে তা সারণি-১০.১৫-তে উপস্থাপন করা হ'ল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে "অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০০৮" এর দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

সারণি ১০.১৫ ঃ উৎপাদন বন্টন ভিত্তিতে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সম্পাদিত চুক্তি

আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী	ব্লক	এলাকা	মন্তব্য
শেভরণ বাংলাদেশ লিমিটেড	১৩, ১৪	সিলেট, মৌলভীবাজার।	গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে এবং আরও গ্যাস প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে।
শেভরণ বাংলাদেশ লিমিটেড	১২	সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ।	গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে।
কেয়ার্ন এনার্জি সাংগু ফিল্ড লিমিটেড/ হ্যালিবার্টন এনার্জি ইনকর্পোরেটেড	১৬	বঙ্গোপসাগর।	গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে এবং আরও গ্যাস প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে।
তাল্লো বাংলাদেশ লিমিটেড/ রেক্সউড/ অকল্যান্ড	১৭, ১৮	কক্সবাজার এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর।	অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে।
তাল্লো বাংলাদেশ লিমিটেড/নিকো রির্সোসেস লিমিটেড/ বাপেক্স	৯	গাজীপুর, নরসিংদী, কুমিল্লা ও চাঁদপুর।	গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে।
শেভরণ বাংলাদেশ লিমিটেড /বাপেক্স	৭	বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর।	অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে।
কেয়ার্ণ এনার্জি এক্সপ্লোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড বাপেক্স	৫	খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগের হাট এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর।	অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে।
কেয়ার্ণ এনার্জি এক্সপ্লোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড বাপেক্স	১০	লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ভোলা এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর।	অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে।

উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

এলপিজি ও সিএনজি

এলপিজি ঃ সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় স্থাপিত ক্ষুদ্রাকার এলপিজি প্ল্যান্টের মাধ্যমে কৈলাশটিলা গ্যাস ক্ষেত্রের এনজিএল হতে বছরে ৫০০০ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদিত হচেছ। এছাড়া, অপেক্ষাকৃত বেশী আদ্র গ্যাস ক্ষেত্র যথা কৈলাশটিলা, বিয়ানীবাজার ও জালালাবাদ হতে উৎপাদিত এনজিএল ফ্রাকশনেশন-এর মাধ্যমে এলপিজি, মটর স্পিরিট, হাই স্পীড ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ উৎপাদনের লক্ষ্যে কৈলাশটিলায় সরকারি অর্থায়নে টার্নকি ইপিসি চুক্তির মাধ্যমে ৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দৈনিক ১১০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন এনজিএল প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের installation, commissioning and performance test সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে বছরে প্রায় ৮,৫৬০ মেট্রিক টন এলপিজি, ১৩,১৪০ মেট্রিক টন পেট্রোল এবং ১৪,৬০০ মেট্রিক টন ডিজেল উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সিএনজিঃ

পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য যানবাহনসমূহকে সিএনজিতে রুপান্তরের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারের সুবিধার্থে দেশে এ যাবৎ প্রায় ২০৪টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও ১১০টি কনভারশন ওয়ার্কশপ চালু রয়েছে এবং সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী দেশে ১,২৫,৭৫১টি সিএনজি গাড়ী চলাচল করছে। সিএনজি ফিলিং স্টেশনসমূহের মধ্যে ঢাকায় ৯৬টি, সাভারে ১৫টি, গাজীপুরে ২৩টি, নারায়নগঞ্জে ৯টি, কুমিল্লায় ৮টি, ফেনীতে ৩টি, সিলেটে ১২টি, চট্টগ্রামে ২৭টি, বগুড়ায় ৫টি, কিশোরগঞ্জে ২টি এবং নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, টাংগাইল ও পাবনায় ১টি করে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া আরও ২১টি ফিলিং স্টেশন স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

এডিবি'র অর্থায়নে ঢাকা ক্লিন ফুয়েল প্রজেক্ট" এর আওতায় ২৬টি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নে'য়া হয়েছে। এই সকল সিএনজি স্টেশন দেশের ৬টি হাইওয়ে যথা- ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-আরিচা, ঢাকা-সিরাজগঞ্জ-বগুড়া ও ঢাকা-মাওয়া হাইওয়ের সুবিধাজনক স্থানে স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০০ টি সিএনজি চালিত বাস বাণিজ্যিক ব্যাংক/লিজিং কোম্পানির মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এ ছাড়া প্রকল্পের অর্থায়নে পেট্রোল চালিত গাড়ী সিএনজি'তে রুপান্তরের লক্ষ্যে ৫,০০০টি সিএনজি কিট ও ৬,০০০ সিলিন্ডারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২,৫০০টি কিট ও ৩,০০০টি সিলিন্ডার আমদানি করা হয়েছে এবং ১টি নতুন সিএনজি ওয়ার্কশপ স্থাপন ও বিদ্যমান ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সিএনজি খাতে প্রতি মাসে প্রায় ৪৫.৯০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে, যা ৫৫.০৮ মিলিয়ন লিটার পেট্রোল/অকটেন এর সমতুল্য। যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারের ফলে প্রতিমাসে ৫৩.৫১ মিলিয়ন ইউএস ডলার, অর্থাৎ বছরে ৬৪২.১০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

কয়লা ও কঠিন শিলা

খনিজ খাতের মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বাৎসরিক ১ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের টার্গেট নিয়ে উৎপাদনে গিয়েছে। উত্তোলিত কয়লার মধ্যে প্রায় ৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা বড়পুকুরিয়া ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হবে এবং অবশিষ্ট ৩.০০ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বাজারজাত করার পরিকল্পনা থাকলেও নানা প্রতিকূলতা/সীমাবদ্ধতার কারণে খনি থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি থেকে প্রতি বছর প্রায় ১.৬৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন (দৈনিক ৫৫০০ মেঃ টন) উন্নতমানের কঠিন শিলা উত্তোলন করা সম্ভব হবে। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা দেশীয় নির্মাণ শিল্প যথা- সড়ক, সেতু, জনপথ, রেলপথ, নদী শাসন, উচ্চ ভবন ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হবে। পরীক্ষামূলকভাবে কঠিন শিলা উৎপাদন শুরুর পর থেকে জানুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত প্রায় ৬.১০ লক্ষ মেঃ টন কঠিন শিলা উৎপাদিত হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের বিভিন্ন স্হানে জ্বালানি মজুদ ব্যবস্থার উন্নয়ন/সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্হা আধুনিকীকরন ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্নকরণ এবং দেশের একমাত্র জ্বালানি তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি লিঃ এর মূল ডিস্ট্রিলেশন কলাম স্হাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী জ্বালানি মজুদ ব্যবস্হা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে দেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ৮.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। বিপিসি কর্তৃক ১৯৯৪-৯৫ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য সারণি ১০.১৬ এবং ১০.১৭ -এ দেয়া হ'লঃ

সারণি ১০.১৬ ঃ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

(পরিমাণ মেট্রিক টনে/মূল্য কোটি টাকায়)

অর্থবছর	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	সি এন্ড এফ মূল্য/মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
১৯৯৪-৯৫	১৩,৬৩,৮৮৮	১৮১.৮৩	৭৩৩.৮৮
১৯৯৫-৯৬	১১,৪০,৩৩৪	১৫৩.৪২	৬৩৯.২৩
১৯৯৬-৯৭	১২,৩৯,৬৯৯	২০৩.৬৯	৮৭৫.৩১
১৯৯৭-৯৮	১১,৪৪,০৪৮	১৫১.৫৬	৭১৪.১০
১৯৯৮-৯৯	৯,৫৫,৮৭৪	৯৮.১০	৪৭৩.৭২
১৯৯৯-০০	১২,৩৬,০৪৯	২১৮.৬৮	১১১০.৯৬
২০০০-০১	১৩,৩৭,১২১	২৯০.৭৩	১৫৯৮.৬০
২০০১-০২	১২,২৪,৭০৭	২২০.১৯	১২৭৭.৭৮
২০০২-০৩	১৩,৩১,০০৩	২৮৯.৩০	১৬৯৩.০৩
২০০৩-০৪	১২,৫২,৪২৪	৩১৪.১২	১৮৪৮.৪৩
২০০৪-০৫	১০,৬৩,২০৮	৩৬৪.০১	২২৬১.৯৮
২০০৫-০৬	১২,৫৩,২৮৫	৫৫২.১২	৩৭৫০.৬৯
২০০৬-০৭	১২,১১,০৩৭	৬৫৯.০৯	৪৪৫৫.০৬
২০০৭-০৮ (প্রাক্কলিত)	১০,৮২,৯৮৮	৭৪৩.৫৯	৫১৬৯.৫৬

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সারণি ১০.১৭ ঃ পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

(পরিমাণ মেট্রিক টনে, মূল্য কোটি টাকায়)

অর্থবছর	জেপি-১, কেরোসিন, পেট্রোল, বিটুমিন ও ডিজেল		লুব্রিকেটিং অয়েল	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১৯৯৪-৯৫	১১১৪৫৭২	৭৫৮.১৪	৫০২৬২	৮১.০৯
১৯৯৫-৯৬	১৪৬৬১১৮	১১২৫.০৭	৩৯১৮৪	৬৮.৫২
১৯৯৬-৯৭	১৫৯৬৫৬৭	১৫১০.১০	৪৭৬৩৮	৬৪.৯৮
১৯৯৭-৯৮	১৭৩৪৮৭৪	১২৭৫.০৪	৩৯৭৪২	৫৭.৫৩
১৯৯৮-৯৯	২২২১৮৭২	১৩৫০.১০	৩৯৯৬১	৪৫.৬২
১৯৯৯-০০	১৮২৩৪০০	২০২১.৪৩	৫০২২৯	৮৬.৪১
২০০০-০১	২০৬৮৯১৩	২৯৯৯.২০	২৯৯১৮	৬৯.৩৪
২০০১-০২	২০৭২৩০০	২৫৩৫.৬২	১৫৩১৬	৩০.৫৯
২০০২-০৩	২২১৩৮৯৯	৩৩১৯.৩৫	১৯১১	৫.১০
২০০৩-০৪	২২৬২৩৪৮	৪০১৫.৮১	৬৫১৬	১৮.৩৮
২০০৪-০৫	২৬৯১৭৫০	৭২১৩.৮৮	১০১৮৯	৩৮.১৪
২০০৫-০৬	২৩৮০৫৩৩	৯৩৮২.৭৭	৫১৩৭	৩৫.৫৩
২০০৬-০৭	২৫,৩৬,০৯২	১০৫৪২.৮৮	৭৭৮	৪.৩৬
২০০৭-০৮ (প্রাক্কলিত)	২৪,৯৯,১৯৬	১৫৩৬.১২	১৩৫১৫	৯৩.২৯

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

জ্বালানি তেল বাবদ আর্থিক ক্ষতি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৭.৬১ কোটি টাকা এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৯৫৮.৯৩ কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এ ঘাটতির পরিমাণ ২৩৮৬.৭৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তবে শুল্ক ও কর বাবদ বিপিসি ২০০২-০৩ অর্থবছরে ২৭৬৬.১৩ কোটি টাকা, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৩০৮৭.২৮ কোটি টাকা এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৭৪৫.৭৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের সংস্থার লোকসান ৩২৫০.০২ কোটি টাকা, যার বিপরীতে বর্ণিত সময়ে সরকারি কোষাগারে ২৮২৮.১৯ কোটি টাকা জমা দেয়া হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে

সংস্থার লোকসান হয়েছে ২৬৪৩.৮৮ কোটি টাকা যার বিপরীতে সরকারি কোষাগারে ৩১১৮.৮০ কোটি টাকা জমা দেয়া হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সংস্থার সাময়িক লোকসান ৭৫৩১.৭৮ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে ২৮৯১.৯৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমাদান করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই)

বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নে তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতের অবদানের কথা বিবেচনা করে ১৯৮১ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। তেল,গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত জনবলকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, গবেষণা, উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও উন্নততর তথ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের কর্মকান্ড একটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। সূচনালগ্ন হতে অত্র ইন্সটিটিউট তেল ও গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ফটো-জিওলজি, ভূ-পদার্থিক মডেলিং এবং অন্যান্য সমীক্ষার কাজ করে যাচ্ছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত (মার্চ ২০০৮) ২৫৯টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মোট ৪,৮৫৩ জন অংশ গ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, খনন, উৎপাদন, পরিশোধন, বিতরণ, বাজারজাতকরন ইত্যাদি বিষয়ক মোট ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব গবেষণা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটি দেশে খনিজ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে দিনাজপুর জেলার বড় পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়া এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়াও দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ দেশের বিভিন্ন স্হানে কাঁচাবালি, সাদামাটি, চুনাপাথর ও নুড়ি পাথর আবিষ্কৃত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি এর গবেষণাগারসমূহে গবেষণামূলক কাজ করার জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। সারা দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য ৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে "খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম" (২০০৪-২০০৮) শীর্ষক একটি প্রকল্প সরকারের অর্থায়নে রাজস্ব বাজেটে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০০৭-০৮ সালে মোট ১৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে খননকৃত দিনাজপুর জেলার দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের মজুদ ১৫০ মিলিয়ন টন নির্ধারিত হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে একই জেলার বিরামপুর উপজেলার শ্যামনগর/চিন্তামন এলাকায় ১টি কূপ খননের কাজ চলছে। "বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান এবং দুর্যোগপূর্ন এলাকা চিহ্নিতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে আরো ২টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটিং কমিশন

জ্বালানি ও গ্যাস খাতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং এ খাতে ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন গঠন করা হয়েছে। ২০০৪ সালের ২৭ এপ্রিল থেকে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে চেয়ারম্যান, ৪ জন সদস্য এবং ২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা কমিশন পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ এর মাধ্যমে এ কমিশনকে অন্যান্য কাজের মধ্যে, এনার্জি সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান, এনার্জির ওপর ট্যারিফ নির্ধারণে সরকারের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক পদ্ধতি নির্ধারণ, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এনার্জি সংক্রান্ত আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সরকার কমিশনকে ১.০০ কোটি টাকা সরকারি অনুদান প্রদান করেছে। কমিশনের নিজস্ব আয় ১.১৮ কোটি টাকা। কমিশন এ পর্যন্ত ৩৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স মঞ্জুর করেছে। তন্মধ্যে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট লাইসেন্স ২৭টি, স্মল পাওয়ার প্লান্ট লাইসেন্স ০৩টি, ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্লান্ট লাইসেন্স ০২টি এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ জেনারেশন লাইসেন্স ০১টি। তাছাড়া এক মেঃওঃ এর কম উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স গ্রহণ থেকে অব্যাহতি সনদ দেয়া হয়েছে।